কাথুলী ইউনিয়নের মেম্বর আবু হানিফ আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ড সদস্য গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা আবু হানিফ (৪৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ সোমবার কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি গত শনিবার ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে পরিবারের সদস্য তাকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেলর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

আবু হানিফ গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে। তিনি কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ও গাড়াবাড়ীয়া অন্তিম শান্তি নিবাস কবর স্থানের উন্নয়ন কাজের সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ৩ মেয়েসেহ অসংখ্যা গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার এ অকাল মৃত্যুতে কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানাসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা মরহুমের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জানাযা শেষে গ্রাম্য কবরস্থানে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরে দুটি মোটরসাইকেল

মুখামুখি সংঘর্ষে ৪ জন আহত

মেহেরপুর জেলার কালিগাংনী মাঠের মধ্যে দুটি মোটরসাইকেল সাথে মুখামুখি সংর্ঘষে তিন জন মারাত্মক আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের জমসেদের ছেলে আশকারুল ইসলাম(৩৫), একই গ্রামের আশরাফুল ইসলামের ছেলে তোহিরুল ইসলাম(৩০) ও কালিগাংনী গ্রামের মন্টু মিয়ার ছেলে এমদাদুল হক ওরফে হৃদয় (২৫)।

সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌণে ১০ টার সময় গাংনী-কাথুলি সড়কের কালিগাংনীর মাঠের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এদের মধ্যে আশকারুল ইসলাম ও তোহিরুল ইসলামকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তাদের দুজনের অবস্থা খারাপ হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

এছাড়া এমদাদুল হক হৃদয়কে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করনে। পরে তার অবস্থাও অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
সোমবার সকালের মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কের গাংনী উপজেলায় পুড়াপাড়া নামক স্থানে বাসের সাথে ধাক্কায় ইনজামুল হক (২১) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী আহত হয়েছেন।
আহত ইনজামুল হক (২১) মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের আসাদুজ্জামানের ছেলে।ইনজামামুল হককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে

ডাকাতি ও চুরি মামলার ২ আসামি গ্রেফতার

গাংনী পুলিশের পৃথক অভিযানে ডাকাতি ও চুরির মামলার দুই আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে রনি আহম্দে ও একই উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের ছুরমান আলীর ছেলে নুরুল ইসলাম।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম গতকাল রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামি গ্রেফতার করেন।

এদের মধ্যে নুরুল ইসলাম বামন্দী-দেবিপুর সড়কের রাস্তায় গাছ ফেলে গণডাকাতির মামলার সন্দেহভাজন আসামি ও রনি আহমেদ কাজিপুর এলাকার একটি চুরির মামলার আসামি।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে বামন্দী-দেবিপুর সড়কে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় বামন্দী পশ্চিমপাড়া এলাকার ফজলুর রহমানের ছেলে রনি বাদী হয়ে ১০/১২ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ৩৬. তারিখ ২৫/০৯/২০২২ ইং। এমামলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে নুরুল ইসলামকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করেন।
এছাড়া রনি আহমেদ গাংনী থানার মামলা নং ২৫, তারিখ ২৫/০৯/২০২২ মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানা পুলিশের ওপেন

হাউস ডে অনুষ্ঠিত

“তথ্য দিন সেবা নিন”পুলিশই জনগন, জনগনই পুলিশ”
এই প্রতিপাদকে সামনে রেখে পুলিশ সেবাকে জনগণের মধ্যে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ে এবং মাদক, সন্ত্রাস,জঙ্গীবাদ, এবং বিভিন্ন অপরাধ দমনে জনপ্রতিনিধি,সুসিল সমাজ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সাধারণ জনগনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে একটি সুন্দর অপরাধমুক্ত, মাদকমুক্ত উপজেলা গঠনে সবার সহযোগিতার কামনা করে মুজিবনগর থানা পুলিশের ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর থানার চত্বরে এই ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি তদন্ত আব্দুল আলীমের সঞ্চালনায় এবং মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেলের সভাপতিত্বে ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি, দারিয়াপুর ইউপি আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, মোনাখালী ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন, বাগোয়ান ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স।

এ সময় ওপেন হাউসে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক, মোনাখালী ইউপি সদস্য মোমিনুল ইসলাম মমিন, বাগোয়ান ইউপি ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ, দারিয়াপুর ইউপি সদস্য রাসেল উদ্দিন, বাগোয়ান ইউপি সদস্য দানারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপি সদস্য শাহ মোহাম্মদ আরিফ হোসেন,মুজিবনগর উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি ও মোনাখালী ইউপি সদস্য আবুল কালাম আজাদ,

দারিয়াপুর ইউপি সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সাহিনা খাতুন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম তার বক্তব্যে বলেন, মাদক সন্ত্রাস জঙ্গি এবং অপরাধমুক্ত সমাজ গড়তে হলে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে আপনারা এগিয়ে না আসলে একটি সমাজ থেকে অপরাধ দূর করা সম্ভব নয়। আপনারা পুলিশকে তথ্য দিন অপরাধ দমনে সহযোগিতা করুন। তিনি আরো বলেন আমার দরজা আপনাদের জন্য সব সময় খোলা। এ সময় তিনি নিজের মোবাইল নম্বর সবাইকে সংরক্ষণ করার জন্য বলেন এবং যেকোন প্রয়োজনে তাকে ফোন অথবা মেসেজ দেয়ার জন্য বলেন।

ওপেন হাউসে অনুষ্ঠানে উপজেলার জনপ্রতিনিধি সুশীল সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে রোগীর পেটে কাঁচি রাখার দায়ে ডাক্তার জেল হাজতে

বাচেনা খাতুন নামের এক রোগির পেটে (সিজারিয়ান) কাঁচি রাখার অভিযোগে আনীত মামলায় মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকের স্বত্ত্বাধিকারী ডাক্তার পারভিয়াস হোসেন রাজার জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রোববার(২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মোঃ তারিক হাসান ডাক্তার রাজার জামিন না মঞ্জুর করেন।

জানা গেছে, ২০০২ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার নওদা হাপানিয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুল হামিদের স্ত্রী গৃহবধু বাচেনা খাতুন পিত্তথলির অপারেশন করেন গাংনীর রাজা ক্লিনিকে। বাচেনা খাতুনের অপারেশন করেন চিকিৎসক মিজানুর রহমান। তার সহকারী হিসেবে ছিলেন ডাক্তার পারভিয়াস হোসেন রাজা ও অ্যানেস্থেসিয়া করেন ডা. তাপস কুমার।

অপারেশনের এক সপ্তাহ পর বাচেনা খাতুনকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে ক্লিনিক থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু পেটে ব্যথা ভাল না হওয়া ২০ বছর যাবত পেটের যন্ত্রনা নিয়ে ঘুরেছেন বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিতে বিক্রি করেছেন ভিটেমাটিও সহায় সম্বল।

অবশেষে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক্স-রে করানোর সময় তার পেটে সন্ধান পাওয়া যায় অপারেশনকালে ডাক্তারের রেখে দেওয়া(সিজারিয়ান) কাঁচির। বিষয়টি জানা জানি হলে ডা. রাজা বাচেনাকে চুয়াডাঙ্গা সরকারী হাসপাতালে অপারেশন করান। বের করা হয় ২০ বছর আগের রেখে যাওয়া কাঁচি।

মেহেরপুর আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিক হাসান স্বপ্রনোদিত হয়ে একটি মামলা করেন ও মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) অপু সারোয়ারকে ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশ দেন। সেই সাথে ঘটনা তদন্তে সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকীকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বলা হয়।

অপরদিকে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ঘটনা তদন্তে গত ৫ জানুযারী গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো: আশরাফুজ্জামান লিটনকে প্রধান ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারী মো: ফজলুর রহমান, মেহেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসক ফয়সাল হারুনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি চিকিৎসক মিজানুর রহমানকে প্রধান আসামী করে প্রতিবেদন জমা দেন। অন্যান্য আসামীরা হচ্ছেন- অ্যানেস্থেসিয়া ডা. তাপস কুমার ও ডা. পারভিয়াস হোসেন রাজা।

আজ রোববার দুপুরে অভিযুক্তরা আদালতে জামিন নিতে গেলে আদালত ডা, মিজানুর রহমান ও ডা, তাপস কুমারকে জামিন প্রদান করলেও ডা, রাজার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখঃ ভৃক্তভোগী বাচেনাকে নিয়ে বিভিন্ন গত ৩ জানুয়ারী ২০২২ ইং তারিখে সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং ৫ জানুয়ারী আদালত স্বপ্রনোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলায় তিন জনকে আসামী করা হয়েছিল।

গাংনীর বামন্দী সড়কে রাস্তায় গাছ ফেলে গণডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের অদূরে বামন্দী- তেঁতুলবাড়িয়া সড়কে গাছ ফেলে আবারও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত আড়ইটা পর্যন্ত ডাকাতরা পথচারীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা লুট করে নির্বিঘ্নে স্থান ত্যাগ করে। পরে পুলিশের একটি টীম ডাকাতের কবলে পড়া পথচারীদেরকে উদ্ধার করে।

দেবীপুরের জাহিদ হাসান জানান, তিনি তার ক্লিনিকে দাপ্তরীক কাজ শেষে নিজ গ্রাম দেবীপুর যাচ্ছিলেন। এসময় তিনি ডাকাতদের কবলে পড়েন। ডাকাতরা রাস্তায় গাছ ফেলে পথরোধ করে অন্ততঃ ২০ জনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মী করে টাকা পয়সা ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। ডাকাত দলটি একটি ট্রাক থামিয়ে পথচারীদেরকে ট্রাকে উঠতে বলে। তিন ঘন্টা ব্যাপী সড়কে অবস্থান নিয়ে ডাকাতরা অন্ততঃ দেড়লাখ টাকা লুট করে নেয়। পরে ডাকাতরা লুট করা মোবাইল ফোনগুলো ফেলে স্থান ত্যাগ করে। টের পেয়ে বামন্দী ক্যাম্প পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে পথচারীদেরকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠায়। একই কথা জানালেন ডাকাতের কবলে আসিক আহমেদ।

উল্লেখ্য, চার মাস আগেও একই স্থানে পথচারীদেরকে জিম্মী করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে ডাকাত দল। পুলিশের টহল জোরদার না করায় ডাকাতির ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ডাকাতির ঘটনা তিনি শুনেছেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শ করেন।ডাকাতদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি।

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট মাহফুজুর রহমান নবাব আটকের পর থেকে রাশিয়ান জুয়া সাইট ওয়ান এক্সবেট বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয় প্রতিষ্ঠানটি। এখন তারা মেইলবেট ও লাইনবেট সাইটের মাধ্যমে জুয়ার লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। মেহেরপুর পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানের ফলে অনেক জুয়াড়ি গা ঢাকা দিয়েছেন। কৌশলে জেলার বাইরে থেকেও লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যোগাযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ এক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ কিছু স্বীকারোক্তি দেন। স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম জানান, তাদের নাম এখনো পর্যন্ত কোন সংবাদে কিংবা পুলিশের তালিকায় উঠে আসেনি। ওইসকল নামগুলো যাচাই বাছাইয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান চলছে। অনলাইন জুয়ার এ সকল মাস্টারমাইণ্ডরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে দেদারছে বুকফুলিয়ে জুয়া চালিয়ে যাচ্ছেন।

তার স্বীকারোক্তী থেকে জানা গেছে, ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। আমাদের আজকের পর্বে থাকবে এই চারজনকে নিয়ে যারা অনলাইজন জুয়ার মূল হোতা। তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে এসকল এজেন্টদের নাম ও পরিচয় এসেছে। পরবর্তিতে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে। ওই এলাকার এক তরুণ ইতোমধ্যে রাশিয়া গিয়ে লাইনবেট অফিসের মাধ্যমে পুরো অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

চার হোতাদের মধ্যে নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার ও নুরুল ইসলাম মাস্টার দুজনই মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু কলেজটি এখনো এমপিও ভুক্ত হয়নি। তারা দুজনই মুকুল ইসলামের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে, মাদার মাস্টার নিজেই এ অনলাইন জুয়ার হোতা হয়ে উঠেছেন।

নুরুজ্জামান মাস্টার ঢাকার একটি গার্মেন্টেসে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে তিনি নিজ গ্রামে চলে আসেন। কলেজ শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নবাব ও মুকুলের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এর পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কোমরপুর বাজারে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট নিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। মূলত অনলাইনের লেনদেনগুলো যেন তার ব্যাংকে থেকেই করতে পারেন। পাশাপাশি কেউ যেন সন্দেহ করতেও না পারেন তাকে। কোথায় থেকে এত টাকা মালিক হচ্ছেন। বছর তিনেক আগে মাটির ঘরে বসবাস করলেও বর্তমানে আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। ব্যবহার করেন দামি মোটরসাইকেলও। কয়েক মাস আগে তাকে পুলিশ তুলে নিয়ে এসেছিলো। অজানা কারণে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে।

তবে মাস খানেক আগে তার ব্যাংকে গিয়ে তার সাথে কথা বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের একটি টিম। তিনি বলেন, জুয়া কি জিনিস আমি জানি না। কিভাবে বা কারা এসব খেলে তাও জানিনা। কিন্তু বিভিন্ন জন এই ব্যাংক দেওয়ার পর থেকে আমাকে জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে। এর আগে পুলিশও আমাকে সন্দেহ করে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো বলে তিনি স্বীকারও করেন।

নুরুল ইসলাম মাস্টার গরিব ঘরের সন্তান। তিনি মুজিবনগর আদর্শ কলেজের শিক্ষক। তিনিও জড়িয়ে পড়েন অনলাইন জুয়ায়। শুরু করেন লাইনবেট অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে। পরবর্তিতে তিনি কেদারগঞ্জ বাজারে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। তার পাশে মার্কেন্টাইল ব্যাংক নামের আরেকটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। পরবর্তিতে আরো একটি ব্যাংকের এজেন্ট নেন। তিনি স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, কয়েকমাস আগে তিনি একই দাগে প্রায় কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন প্রায় কোটি টাকা দিয়ে। দুই তলা বিশিষ্ট বাড়িও করেছের নিজ গ্রামে। আর এ সবকিছুর উৎস অনলাইন জুয়া।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

ওই দিন বিকালে মেহেরপুর প্রতিদিন টিমের সাথে জামান মাস্টারের কথা চলতে চলতে একই স্থানে হাজির হন নুরুল ওরফে লালন মাস্টার। তিনিও নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। তবে কিভাবে ব্যাংকের এজেন্ট হলেন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এর আগে একটি চাকরি করতাম। আর ব্যাংক নিতে খুব বেশি টাকা লাগেনি।

মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। অথচ কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছেলে অনিক ঢাকায় বাসা ভাড়া করে অভিযাত জীবনযাপন করেন বলে জানা গেছে।

মাদার আলীকেও কয়েক মাস আগে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিলো বলে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগ ছিলো তার বিরুদ্ধে। অথচ বর্তমান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা দিয়ে তার বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছেন।

তবে মাদার আলীর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন মাধ্যমে জানা গেছে, তার ফোনে অপরিচিতরা কেউ ইনকামিং কল করতে পারেন না।

এই তিনজনই স্থানীয় প্রভাবশালী এক নেতার সানিধ্য থেকে নিজেদের বড় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দাবী করেন। এমনকি সুযোগ পেলেই জনপ্রতিনিধিদের সাথে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে নিজেদের জানান দেন। অভিযোগ রয়েছে তাদের নাম যেন কোন সংবাদে না আসে কয়েকজনকে সাংবাদিককেও মাসোহারা দিয়ে থাকেন।

স্থানীয় কয়েকজন জানান, জামান মাস্টার ও নুরুল মাস্টারের অর্থনৈতিক অবস্থা হঠাৎ করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছের মত হয়ে যাওয়ার মত হয়েছে। এবং মাদার মাস্টারের অবস্থাও খুব বেশি ভালো ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে এই তিনজনের আলাদিনের চেরাগ পাওয়ার মত অবস্থা হয়ে গিয়েছে।

অপরজন, মুকুল ইসলাম। তিনি অনলাইন জুয়ার মূল হোতা। তিনি কোমরপুর

গ্রামের ইজারুল ইসলামের ছেলে। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ইনকামের নেশায় মাহফুজুর রহমান নবাবের সাথে অনলাইন জুয়া খেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তিতে তার মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল দিয়ে পুরো এলাকা অনলাইন জুয়ায় ছাপিয়ে দেন। বিভিন্ন জনের কাছে থেকে বিভিন্ন অংকের টাকা নিয়ে তিনি লাইনবেটের এজেন্ট বিক্রি করেন। এবং একই সঙ্গে নিজেও জুয়া খেলেন। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে তিনি চ্যানেল বিক্রির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কিন্তু অনেককেই চ্যানেল দিতে পারেননি। তিনি নিজেও জুয়া খেলে চ্যানেল বিক্রির টাকা নস্ট করে সর্বশান্ত হয়েছেন। অন্যান্যরা কোটিপতি হলেও তিনি জুয়ায় হেরে ধীরে ধীরে নি:স্ব হচ্ছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে মুকুলের সাথে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি জানান, এই প্রথম কোন সাংবাদিক কিংবা পুলিশ তার সাথে জুয়া নিয়ে কথা বললো। তিনি অকপটে স্বীকার করে বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু একটা আয় করতে হবে এই নেশায় জড়িয়ে পড়িছিলাম। তবে আমি হতাশ। এই জীবনে অনেক সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি। বরং আমি অনেকের কাছে থেকে টাকা ধার নিয়েছি জুয়া খেলার জন্য। এখন কেউ আমার ফোনটাও ধরতে চাই না। কয়েকদিন আগে আমার পরিবার জমি বিক্রি করে একজনকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছে। আপনার মাধ্যমে জামান মাষ্টার, নুরুল মাষ্টাররা এজেন্ট নিয়েছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি তাদের কিভাবে কি করতে হয় তাই শিখিয়ে দিয়েছি। কারণ আমি অনলাইন সম্পর্কে বুঝি এই জন্য। এর বেশি কিছ’ বলবো না। তবে তাছাড়া তারা কিভাবে এত টাকার মালিক হয়েছেন তাতো বুঝতেই পারছেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলম বলেন, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত কয়েকজনকে আটকের পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদে অনেকের নাম পাওয়া গেছে। কোমরপুর গ্রামের কয়েকজন শিক্ষকের নামও পাওয়া গেছে। আমরা কাজ করছি। অনলাইন জুয়া অথবা অবৈধ ট্র্যানজেকশনের সাথে যারাই জড়িত থাকবে তাদের আইনের আওয়তায় আনা হবে।
(চলবে…)

এ সংক্রান্ত অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

গাংনীতে বিকাশে জাল নোট দিয়ে ধরা খেলেন পটুয়াখালির ফকরুল

১২ হাজার টাকার জাল নোট বিকাল করতে এসে জনতার হাতে আটক হলেন পটুয়াখালী জেলার ফখরুল ইসলাম (৪১) নামের এক প্রতারক।

ফখরুল ইসলাম পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার খেজুরবাড়িয়া গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

শনিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪ টার দিকে গাংনী উপজেলার করমদী বাজার এলাকায় এই প্রতারণা করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হন এই প্রতারক। পরে তাকে কিছু উত্তম মাধ্যম দিয়ে গাংনী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউপির ৭ নং (ওয়ার্ডের সদস্য) করমদি গ্রামের মেম্বর আব্দুল ওহাব বলেন, স্থানীয় একটি বিকাশের দোকানে ১২ হাজার টাকা বিকাল করে এজেন্টকে জাল টাকা দিয়ে প্রতারক ফখরুল ইসলাম ধরা পড়ে। পরে তাকে ১২টি জাল ১ হাজার টাকার নোট সহ বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুজিবনগরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে

মীনা দিবস উদযাপন

মুজিবনগরে আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হলো মিনা দিবস।এ উপলক্ষ্যে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা, গল্প শোনানো এবং শিশুদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

‘নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা’-এ স্লোগাণকে ধারণ করে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ওবাইদুল্লাহ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার এহসানুল হাবিব এবং আলাউদ্দীনসহ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক – অভিভাবকবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী।

শোভাযাত্রা শেষে উপজেলা পরিষদ হল রুমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে শিশু একাডেমি আয়োজিত প্রাথমিক স্তরের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগীতা শেষে প্রতিযোগিতার সেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

গাংনীর গাঁড়াডোবে ২ বিঘা কপি বিনষ্ট করলো দূর্বৃত্তরা

প্রান্তিক কৃষকের কলা ক্ষেত বিনষ্টের ৬ মাস পর এবার দুই বিঘা জমির বাঁধা কপি বিনষ্ট করেছে দূর্বৃত্তরা।

কলার সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ধারদেনা করে করেছিলেন বাঁধাকপির চাষ।

সেটাও বিনষ্ট করে দিলো দূর্বৃত্তরা। দায় দেনা পরিশোধ করতে এবার দিশেহারা হয়ে পড়লেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের পুকুরপাড়া এলাকার বর্গা চাষী হাফিজুর রহমান।

গাঁড়াডোব পোড়াপাড়া মাঠে বৃহষ্পতিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় আগাছা নাশক বিষ প্রয়োগ করে কপি ক্ষেত নষ্ট করে।

দুই বিঘা জমিতে প্রায় দেড় লাখ টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন ভুক্তভোগী কৃষক হাফিজুর রহমান।

কৃষক হাফিজুর রহমান হাপু জানান, অন্যের কাছ থেকে ধার দেনা করে কপি চাষ করেছি। জমিতে কপি বাঁধা শুরু হয়েছে। আশা ছিল কপি বিক্রি করে তিনি ধারদেনা পরিশোধ করবেন। আমার সেই আশা আজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর)সকালে গিয়ে দেখা গেছে আগাছা নাশক বিষে জমির সব কপি পুড়ে গেছে।পূর্ব শত্রতার জের ধরে এ ধরণের কাজ করেছে বলে জানান ওই কৃষক।

উল্লেখ্য, ছয়মাস আগে তিনি ওই জমিতে কলার চাষ করেছিলেন। সেসময়ও দূর্বৃত্তরা কলাক্ষেত কেটে বিনষ্ট করে। কারা এধরণের ক্ষতি করছে তা বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।